

একাই লড়বে

প্রথম পাতার পর

সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বালেন, ২০২৪

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে

রেখে প্রতিটি খবরে শক্তিশালী

কর্তৃর লক্ষেই এই বৃথৎ স্বশক্তিকর

অধিকার। অধিকার করে দেওয়া হচ্ছে।

উভয়ের জন্ম সহায়ের হাত

বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁই আমাদের

নেতৃত্বক দায়িত্ব মে ত্রিপুরাৰ দুটি

লোকসভা আসনে জন্ম দায়িত্ব করে

নেরেখ মেলিন্দু উপর দেওয়া।

তিনি এদিন প্রত্যয়ের সূর্যে বেলেন,

২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন

বিজেলিপুরে পুনৰায় প্রতিটিত

কর্তৃর অন্য কৰ্তৃত্বক যে আক্ষুত

পরিশ্রম করেছে, এবার লোকসভা

নির্বাচনে বিজেলিপুরে পুনৰায়

ভোটে জৰুৰী কৰে দেওয়া।

কৰেন। তোম আৰু এখন যে

বৃথগুলোতে সাংগঠনিক দুর্বৰ্গ

হয়েছে তা অভিবিলম্বে সমস্যা

সমাধান কৰা।

এদিন বৈতানে উপস্থিতি ছিলেন

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক

সাহা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰিয়া কুমাৰ

দেৱ, কেন্দ্ৰীয় প্রতিষ্ঠানৰ প্রত্যাম

ভোকৰ, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী

শীঘ্ৰ মেৰেৰ সামৰণৰ বৈজ্ঞানিক

ত্রিপুৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ

জাতীয় সম্পাৰ্কৰ অন্ধাৰে কৰা

মেৰোৱা আৰু লাকড়া, রাজা

সৱকাৰৰ সকল মৰাইলো, সকল

বিশ্বাসকাৰা, দলেৱ রাজ সভাৰ্পতি

ৰাজীব ভট্টাচার্য, দলেৱ সকল

স্বৱেৱ কৰ্মকৰ্ত্তা, পদবিকাৰি।

সৱকাৰী বাংলো

প্রথম পাতার পর

গাঁথী। গত দুৰ্দশক ধৰে দিলীৱ ১২

নৰে ত্বকৰুলক লেনেৱেৰ সৱকাৰৰ

বাংলো ছিল রাখল গাঁথীৰ ঠিকনা।

ফলে যাওয়াৰ সময়ে বাড়িৰ প্রত্যোক

সদেৱেৰ সাঙ্গে দেখে তোলেন তিনি।

পৰে সকলমান্যদেৱ মুখোয়াৰি

হয়ে কংগোস নেতাৰ বাংলোৰ সতী

কথা বলার দাম দিতে হচ্ছে

আমোৱা। তোৱে আগুনী কৰেকৰিন

১০ জনপথে মাত্ৰ গাঁথীৰ

সঙ্গে থাবলৰ বলে জানিয়েছেন

ৰাখল গাঁথী।

তোৱে সব ইস্যুতে

আওয়াজ তুলেনৰে বলেই

জনিয়েছে তিনি যাই রাখল গুপ্তহা

অনুযায়ী, কাউকে না কাউকে তে

আওয়াজ তুলেই হৈ। আৰু সেই

কাজটা আমীতি কৰে এদিন

সকল

থেকে দাদাৰ রাখল গাঁথীৰ পাশেই

দেখা যিয়েছে প্ৰিয়াকৰকে বাড়ি

খালি কৰাৰ গোটা প্ৰক্ৰিয়া

এককৰেৰ বিজেলিপুরে সামৰণ থেকে বৰ্তয়ে

নেন তিনি। রাখলৰেৱ পাশাপাশি

সাংবাদিকদেৱ মুখ্যমন্ত্রী হন

প্ৰিয়াকৰক ও তিনি বালেন

ওয়েবেৱ স্মার্টেচ এই বিষয়টিকে

তুলে থেকে বালেনৰ পাশে

পৰে কঠোনৰ বালেনৰ পাশে

মুখ্যমন্ত্রী হৈ।

এই বিষয়টিকে বালেনৰ পাশে

মুখ্যমন্ত্রী হৈ।

এই বিষয়ট



মন্দাদকীয় কলমে..



ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

মহাকাশে ইতিহাস ভারতের

ଫେର ବିଦେଶର କୃତିମ ଉପଗ୍ରହକେ ପୃଥିବୀର କଷପଥେ ଥାପନ କରେ ଇତିହାସ ଗଡ଼ି ଇସରୋ । ଏବାର ସିଙ୍ଗାପୁରେ ଦୁଟି କୃତିମ ଉପଗ୍ରହକେ ମହାକାଶେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରଲେ ଭାରତରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଖ୍ଚା । ଓହି ଦୁଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ହଳ **TeLEOS-୨** ଏବଂ **LUMELITE-୮** । ନିଉ ସ୍ପେସ ଇଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ର ତରଫେ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରା ହୁଯ ଶନିବାର । ଶନିବାର ଦୁପୂର ୨୨୭ ବେଜେ ୧୯ ମିନିଟେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ ସେନ୍ଟାର ଥିକେ ସଫଲ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୁଯ ଦୁଟି କୃତିମ ଉପଗ୍ରହରେ । କଷପଥେ ଥାପନେ କୋନ୍‌ଓରକମ ସମସ୍ୟା ହୁଯନି । ଜାନା ଗିଯାଇଛେ, ସିଙ୍ଗାପୁରେ ଉପଗ୍ରହ ଦୁଟିର ଓଜନ ସଥାତ୍ରମେ ୭୪୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ୧୬ କିଲୋଗ୍ରାମ । ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାରେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚୁକ୍ତିର ଭିତ୍ତିରେ ଓହି ଦୁଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟକେ ମହାକାଶେ ପାଠିଯୋଛେ ଭାରତରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଖ୍ଚା । ଇସରୋର ତରଫେ ଜାନାନୋ ହୋଇଛେ, ଶ୍ମୁଦ୍ରିକ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆବହାସ୍ୟାର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବେ କୃତିମ ଉପଗ୍ରହ ଦୁଟି । ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟନାର ପର ତା ଅନୁସନ୍ଧାନେର କାଜେବେ ଆସିବେ ସିଙ୍ଗାପୁରେ ଏହି କୃତିମ ଉପଗ୍ରହ । ଶନିବାରେର ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ପର ଇସରୋର ତରଫେ କଷପଥେ ପାଠାନା ବିଦେଶ ଉପଗ୍ରହର ସଂଖ୍ୟା ହଳ ୪୨୪ ଏକଦିକେ ଯଥନ ଏକେରେ ପର ଏକ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶ କୃତିମ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶେ ପାଠାଇଁ ଇସରୋ । ପାଶାପାଶି ପରିକଳ୍ପନା କରା ହୋଇଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ । ଗବେଷଣାର ଫ୍ରାର୍ଥେ ମୁରୋର କାହାକାହି ମହାକାଶ୍ୟାମ ପାଠାନେର ପରିକଳ୍ପନା ରାଗେଛେ ଭାରତରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଖ୍ଚା । ପାଶାପାଶି ବାହର ସାତେକ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୩୦ ସାଲେଇ ମହାକାଶ ଭାବେ ନିଯେ ଯାବେ ଇସରୋ । ଟିକିଟରେ ଦାରି ହତେ ପାରେ ୬ କୋଟି ଟାକା । ସବ ମିଲିଯନେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ନଜିର ଗଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଫେଲେଛେ ଭାରତରେ ସଂଖ୍ଚାଟି ।

সৈদ উপলক্ষ্যে মেলাঘরে উপচে পড়া ভীড়

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : সেদুলু ফিতরকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর প্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে মেলাঘরে প্রিপুরার অন্যতম দশশনীয় স্থান নীরমহল দখার জন্য সাগর মহলে ভিড় জমায় মুসলিম ধর্মাবলম্বী উত্তি ব্যবসের যুবক এবং যুবতীরা। আজ ছিল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সেদুল ফিতরের দিন। আর সেদ মানে খুশি, সেদ মানে আনন্দ, এই আনন্দ খুশিকে আরো বেশি করে উপভোগ করার জন্য যুবক ছেলেরা এবং কিছু অংশের মেয়েরা গাড়ি-বাইকে করে নীরমহলের সাগর মহলে এসে ভির জমা। কেউ আবার চিকিট কেটে নীরমহল উপভোগ করার জন্য বোকা করে নিরমহলে যাচ্ছে। আবার অনেকে বক্স বাজিয়ে মনের খুশিতে গানের তালে তালে নাচছে, সাগর মহলে যে ভিড় জমে তা অধিকাংশের উপরে সোনামুড়া মহকুমার যুবক যুবতীরা। তবে এবার নীরমহল কমিটির তরফ থেকে জোরালোভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কোন অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে। এই বিষয়ে সভাপতি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। অন্যদিকে কাউন্টারের টিকেট সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং বিরাট লাইন টিকিট সংগ্রহ করার জন্য গত বছর তুলনা এবার টিকেটের সংখ্যাও আরো বেশি বাঢ়বে জানালেন টিকিট কাউন্টার এর কর্মচারী। তবে এবার মেলাঘর পুলিশের তরফ থেকে রাজগাঁটের মাঝামাঝি রাস্তায় ট্রাফিকের ব্যবস্থা করা হয়। যাদের মাথায় হেলমেট নেই এবং যারা খুব দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়েছে এবং ২ জন এর বেশি বাইক উঠলে, প্রশাসনের তরফ থেকে এদেরকে বাধা দেওয়া হয়। মানুষের এত উচ্চ ভরা ভিড় ছিল এবং এত গাড়ি ছিল যার ফলে সাগর মহলের খালি জায়গা ছিলনা। এত ভিড় ছিল যেখানে গাড়ি ও মানুষের ভরপূরে কোন ফাঁকা জায়গা ছিল না। আজকের এই সাগর মহলে যুবক-যুবতীদের যে উপস্থিতি ছিল অধিকাংশ যুবকরা জানিয়েছেন তারা বছরে এমন একটি দিনের জন্য অপেক্ষা করেন যে দিনে তারা একটু বাঢ়তি আনন্দ করার জন্য তাই আজকের দিন ছিল তাদের সেই দিন। সবকিছি মিলিয়ে দিদের আনন্দকে আরও বেশি করে উপভোগ করার জন্য এ সমস্ত যবকদের ছিল একমাত্র লক্ষ।

SH-RIFF

সুন্দরবনের

বিশেষ প্রতিনিধি ॥

সুন্দরবন, বাংলার মানুষদের গর্ব করার মতো এক ঐতিহ্য। প্রকৃতি এমন একটি বনস্বর্ণ আমাদের উপহার দিয়েছে যেটা নিয়ে সারা বিশ্বের কাছে গঙ্গা করা যায়। বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশিদার এই সুন্দরবন। গঙ্গা এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰের মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীৰ সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন আমাদের এই সুন্দরবন। কী নেই এখানে? বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এই বনভূমি। আরও আছে চিত্রা হারিঙ্গ, কুমিৰ, বিষাণু সাপ, কচুপ আৱৰণ কত বী! এছাড়া আছে সুন্দরী, গুৱান, কেওড়া গাছের মতো বিচিৰ রকমের গাছ। এই ঐতিহ্যবাহী জন্মনে আছে পৰিৱার নিয়ে মানুষের বসবাস। তাৰা মধু সংগ্ৰহ কৰে, কাঠ কৰেতে, মাছ ধৰে তাদেৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে চলে। এসব জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে থাকৰ সময় এসব মানুষদেৰ কত যে বিপদেৰ সম্মুখীন হতে হয় তাৰ ইয়েতা নেই। মধু সংগ্ৰহ বা কাঠ কৰিবলৈ যাওয়াৰ সময় বাধে নিয়ে যাওয়াৰ ভয়, সাপ কামড়ানোৰ ভয়, নদীতে মাছ ধৰতে যাওয়াৰ পৰুমিৱেৰ ভয় ইত্যাদি সৰ্বালৈ তাদেৰ চিন্তাৰ কাৰণ। ত্ৰুণ মানুষ থাকে সেখানে। তাদেৰকে থাকতে হয়। আৱ তাদেৰ সাথে থাকে তাদেৰ দেবতাৰাসুন্দৰবনে মানুষেৰ আগমন বিষয়ে অনেক ধৰনেৰ তত্ত্ব আছে। অনেক পশ্চিম মনে কৱৰন যে অষ্টম থেকে দেশম শতকৰে মধ্যে সুন্দৰবনে মানুষ বসবাস শুৰু কৱে। মধ্যায়ুদেৱ দিকে বিভিন্ন কাৰণে সেখান থেকে মানুষেৰ বসবাস উঠে যায়। অনেকে মনে কৱৰেন, পৃথু গীজ এবং আৱাকানদেৱ আক্ৰমণেৰ কাৰণে তাদেৰ জয়গা ছেড়ি দিতে হয়। আৱও বিভিন্ন ধৰনেৰ ঘটনা প্ৰচলিত আছে। যেমন, দান্ডণ শতকৰীদেৱ দিকে এক সুফি সাধক এখানে এসে বসবাস শুৰু কৱেন এবং এখানে কৃষি কাৰ্জেৰ সূচনা কৱেন। কোনো কোনো পশ্চিম ধৰণৰা কৰেন যে, সুন্দৰবনেৰ নদীগুলোতে জীৱিকাৰ কাৰ্জে কাঁচুৱে, জেলে এবং কৃষকদেৱ আনাগোনা ছিল। আৱাৰ লুটপাটা কৱতেও সেই সতৰে এবং আঠারো শতকৰেৰ সময় এই অঞ্চলে ডাকাতদেৱ আনাগোনা ছিল। প্ৰথম

বিশ্বে একানায়কত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন লেনিন

বিশেষ প্রতিনিধি ।। বিংশ
শতাব্দীর অন্যতম প্রধান একজন
গ্রাহিতাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে
ভুল্ডামির ইলিচ উলিয়ানভের
পরিচিতি । তিনি ১৮৭০ সালের
২২ এপ্রিল রাশিয়ার সিমবৰ্স্কশহরে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আসল
নাম ছিল ভুল্ডামির ইলিচ
উলিয়ানভ, পরবর্তী সময়ে তিনি
লেনিন নামে বেশি খ্যাতি অর্জন
নির্বাসিত করে দেওয়া হয়
সেখানে থাকাকালীন তিনি বিশে
করেন, স্তুর নাম ছিল নাদেজড়া
ত্রুপক্ষায়। ১৯০১ সালে
সাইবেরিয়ায় নির্বাসন শেষ হলে
তিনি "লেনিন" হচ্ছনাম ব্যবহার
শুরু করেন এবং এরপরের প্রায়
দেড়দশকের মতো সময় ইউরোপ
কাটিয়ে দেন।
১৯০০ সালের জানুয়ারিতে

প্রাক-মার্কসবাদী মৌলবাদীদের ব্যাপক বিশ্বাসের প্রতি তাদের আনুগত্য। এই মার্কসবাদ রাশিয়ার কৃষকদের জন্য প্রযোজ্য ছিলনা, যার ফলে একটি সর্বহারা শিল্প শ্রমিক শ্রেণী ছিল প্রায় অস্তিত্বহীন। ১৮৮০-এর দশকে প্লেখানভ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রথম আক্রমণ করেছিলেন। প্লেখানভ যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাশিয়া ইতিমধ্যেই একটি মুক্ত বাজার দ্বারা উত্পুঁজিবাদ হবে। পপুলিস্টদের দ্রুতাপিত ‘স্বামাজিকস্ত্র’ বাস্তবে দেখা আকারের পূর্জিবাদের বিকাশে পক্ষে হবে; তাই পপুলিস্ট সমাজতন্ত্রী নয় বরং ‘পেটিট বৃজু গণতন্ত্রী’। পরে লেনিন ও সিদ্ধান্তে উ পর্যাপ্ত হন মার্কসবাদের বাইরে কোথা সমাজতন্ত্র থাকতে পারে না;

সংখ্যালঘু জাতিগত গোষ্ঠীগুলি আস্তর্জন্তিকভাবে চেতনায় অবিলম্বে পুনরায় একত্রিত হবে বলে আশা করেছিল। তিনি এই ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন, যার ফলে ইউ ক্রেন, জর্জিয়া, পোল্যান্ড, ফিল্যান্ড এবং বাল্টিক রাজ্যে গঠিত স্বাধীন রাজ্যগুলিতে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ঘটে। শুধুমাত্র এবং তার পরবর্তী সময়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে, যখন লেনিন দুটি বিষয়ে একটি স্বতন্ত্রভাবে মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে চলে আসেন: বিপ্লবে শ্রেণী বিন্যাস এবং বিপ্লবোত্তর শাসনের চরিত্র।

প্রথমদিকে তিনি গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বান্বাণী শ্রেণীর ‘আধিপত্য’ জয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও

A painting of Vladimir Lenin in profile, looking upwards. He is wearing a dark suit and tie. In the background, there is a large hammer and sickle symbol and a red star.

সাইবেরিয়ান নির্বাসনের মেয়াদ
শেষ করার পর, লেনিন দেশ ছেড়ে
চলে যান এবং পরে মিউনিখে
ক্রুপক্ষায়া ঘোগ দেন। বিদেশে তার
প্রথম প্রধান কাজ ছিল প্লেখানভ,
মাটোভ এবং অন্য তিনজন
সম্পাদকের সাথে ইস্ত্রা (‘দ্য
স্পার্ক’) পত্রিকা বের করার জন্য
যোগদান করা। তারা আশা
করেছিলেন যে পত্রিকাটি রাশিয়ান
মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলির কাছে
রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপে
ছড়িয়ে দিলে তাদের একটি
সমর্থিত সমাজে একীভূত করা সম্ভব
হবে। লেনিন যে পর্যায়ে ইস্ত্রা নিয়ে
কাজ শুরু করেছিলেন, তার
লেখাগুলি বিশেষ কিছু সমস্যাকে
কেন্দ্রীভূত করে লেখা হয়েছিল:
প্রথমত, তিনি বেশ কয়েকটি
লিফল্টে লিখেছিলেন যার লক্ষ্য
ছিল শ্রমিকদের কঠোর জীবন
দেখানোর মাধ্যমে তাদের
ঐতিহ্যগত শ্রদ্ধাকে নাড়িয়ে
দেওয়া। এই ধারণা আংশিকভাবে
জারবাদ পুঁজিবাদীদের সমর্থন
দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি
সেই স্ব শৈলীযুক্ত মার্কসবাদীদের
আক্রমণ করেছিলেন যারা
সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট এবং
শ্রমিকদের মজুরি এবং ঘটা ইস্যুতে
মনোনিবেশ করার আহ্বান
জানিয়েছিল, এবং সেই সময়ের
জন্য রাজনৈতিক সংথামকে
বুজোয়াদের হাতে ছেড়ে
দিয়েছিল।

রাশিয়ান বুদ্ধিজীবীদের অনেকের
দ্বারা মার্কসবাদকে গ্রহণ করার
ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥର ପାଶାପାଶି ଉଂଗଦିନରେ ଉପାୟେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ବାତିଳ କରା ।

ମାର୍କସବାଦୀରାଶିଆନ ବୁନ୍ଦିଜୀବିଦେର ନିଯୋଗ କରାର ଫେତ୍ରେ ଇଞ୍ଚାର ସାଫଲ୍ୟ ଲେନିନ ଏବଂ ତାର କମରେଡ଼ଦେର ବିଶ୍ୱାସ କରିଯେଛିଲ ଯେ ଏକଟି ବିପ୍ଳବୀ ମାର୍କସବାଦୀ ପାର୍ଟି ଖୁଜେ ପାଓୟାର ସମୟ ଏସେହେ ଯା ଦେଶେ ଏବଂ ବିଦେଶେ ସମସ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମ୍ୟ ମାର୍କସବାଦୀ ଦଲକେ ଏକତ୍ରିତ କରବେ । ୧୯୧୮ ସାଲେ ମିନଙ୍କେ ଅନୁଷ୍ଠାତ ଏକଟି ନିଷ୍ଠିଯ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଁଛିଲ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସେର ବୈଶିରଭାଗ ପ୍ରତିନିଧିକେ ଗ୍ରେଷ୍ଟାର କରା ହେଁଛିଲ । ଦିତୀୟ କଂଗ୍ରେସେର ଆୟୋଜକ କମିଟି ୧୯୦୩ ସାଲେ ବ୍ରାସେଲସେ ଆହ୍ଵାନ ଜାନାନୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେୟ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିଶେର ଚାପେ ଏଟି ଲନ୍ତନେ ହାନାନ୍ତର କରତେ ବାଧ୍ୟ ହୟ ।

କଂଗ୍ରେସେର ଅଧିବେଶନଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରାୟ ତିନ ସମ୍ପାଦ ଧରେ ଚଲେଛିଲ ।

୧୯୧୭ ସାଲେ କ୍ଷମତା ପ୍ରହଗେର ଆଗେ, ତିନି ଉଦ୍‌ଘାଟ ଛିଲନ ଯେ ଜାତିଗତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲୟରୁ ତାଦେର ସ୍ଵାଧୀନତାର ଆହ୍ଵାନେ ମାଧ୍ୟମେ ସୋଭିଯେତ ରାଷ୍ଟ୍ରକେ ଆଶାନନ୍ଦୋଗ୍ୟ କରେ ତୁଳବେ; ଏତିହାସିକ ସାଇମନ ସେବାଗ ମନ୍ଟେଫିଓରେର ମତେ, ଲେନିନ ଏହିଭାବେ ସ୍ଟ୍ଯାଲିନକେ 'ଏକଟି ତତ୍ତ୍ଵ ଯା ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନେର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିଚିନ୍ତନତାର ଅଧିକାରେର ପ୍ରତ୍ୟାବ ଦେନ ଯା ଉଂସାହିତ କରେଛି ବିକାଶେର

ଫିନଲ୍ୟାନ୍, ବାଲିଟିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲ୍ୟାଦେର ସାଥେ ଏର ଦ୍ୱାର୍ଦ୍ଦ ବ୍ୟଥିପରିମାଣିତ ହେଲେଇ ଲେନିନର ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାଦେର ସ୍ଵାଧୀନତାକେ ଶୀକ୍ଷିତ ଦେଯ ।

ମାର୍କସବାଦ ଓ ଲେନିନବାଦେର ପିଛମେର ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଁବାର ଫଳେ ତିନି ଆନୁଷ୍ଠାନିକରେ କମିଟି ନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନେ ଏକଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଭାବ ଫେଲେଛିଲେନ ଲେନିନକେ ତାର ସମର୍ଥକରା ବିତରିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଜକ ଏତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସେବେ ସମାଜତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣିର ଚ୍ୟାମ୍ପିଯନ ହିସାବେ ମେନେ ନିଯେଛିଲେନ, ତଥାପି ସୋଭିଯେତ ଇଉନିଯନ୍ରେର ଜନକାଳ ହିସେବେ ତିନି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁଦ୍ରାପରିଚିତ । ଏହାଡ଼ି ଓ ଲେନିନ ଛିଲେନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମ୍ଯବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ।

ଇଉରୋପେ ଥାକାକାଲୀନ ତିନି ଏକଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବାତି ହିସେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିପ୍ଳବୀ ଆନ୍ଦୋଳନେ ଯୋଗ ଦେନ ଏବଂ ରାଶିଆନ ସୋଶ୍ୟାଲିଜି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଓ ଯାର୍କାର୍ସ ପାଟିଟ ବ୍ୟାଳଶେବିକର୍କ ଉ ପଦଳେର ନେତୃତ୍ବ ହେଁଥିଲେ ।

ଲେନିନ ନିର୍ମାଣ ହେଁବା ସନ୍ତ୍ରେଣ ଛିଲେନ ବାନ୍ଦାର୍ବାଦୀଓ । ତିନି ୧୯୧୭ ଥେକେ ୧୯୨୪ ମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଭିଯେତ ରାଶିଆର ଏବଂ ୧୯୨୨ ଥେକେ ୧୯୨୪ ମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଭିଯେତ ଇଉନିଯନ୍ରେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଧାନ ହିସେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନ କରେନ ।

ଲେନିନ ଏବଂ ମେନଶେଭିକଦେର

ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେ କିମ୍ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କ୍ଷମତା ଆବେଦନ ଦଖଳ ଏବଂ ଗୃହୟକୁ ଝୁକୁର ନିମ୍ନ କରେ ଛିଲେନ । ନତୁନ ଶାସନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦିନାଗୁଣିତେ, ଲେନିନ ରାଶିଆର ଜନସଂଖ୍ୟାକେ ବିଚିନ୍ନ ନାକରାର ଜୟ ମାର୍କସବାଦୀ ଏବଂ ସମାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିଭାୟାର କଥା ବଲା କେ ଏଡ଼ି ଯେ ଗୋଟିଲେନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରମିକଦେର ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ୍ତ ଏକଟି ଦେଶର କଥା ବଲେ ଛିଲେନ । ୧୯୧୮ ସାଲେ, ଲେନିନ ଏକଟି ହତ୍ୟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥେକେ ଅନ୍ତରେ ଜୟ ବୈଚେ ଯାନ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତରଭାବେ ଆହ୍ଵାନ ହେଲା । ଫଳେ ତାଁର ସ୍ଥାନ୍ୟ ଦୀର୍ଘମୌଳିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ । ୧୯୨୨ ସାଲେ ତିନି ଏକଟି ସ୍ଟେଟ୍‌କେର ଶିକାର ହନ ଯା ଥେକେ ତିନି ପୁରୋପୁରୀ ସୁହୁ ହେଲେ ଉଠିଲେ ପାରେନ ନି । ତାଁର ଜୀବନେର ଶ୍ୟେ କିଛି ବଚର ଗୁଣିତେ, ତିନି ଶାସନରେ ଆମାଲାତାନ୍ତ୍ରିକକରଣ ନିଯେ ଚିତ୍ତିତ ଛିଲେନ ଏବଂ ତାଁର ଉତ୍ତରସୁରୀ ଜୋମେଫ ସ୍ଟୋଲିନେର ଭାବର୍ଧମାନ କ୍ଷମତା ନିଯେ ଉଦେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାଇଲା । ଲେନିନ ୧୯୨୪ ସାଲେର ୨୪ ଜାନୁରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ । ତାଁର ମୃତ୍ୟୁଦେହକେ ମଙ୍ଗଳର ରେଣ୍ଡ ସ୍କୋଯାରେ ଏକଟି ସମାଧିତେ ରାଖା ହେଲିଛି । ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥନୀତିକେ ସମାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ମଡ଼େଲେ ରହିପାତ୍ରିତ କରାର ଲେନିନରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୁବିର ହେଲେ ପଡ଼େଛିଲ, ତାଇ ତିନି ନତୁନ ଅର୍ଥନୀତିକ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେନ, ଯେଥାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟୋଗେର ଏକଟି ପରିମାପ ଆବାର ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ଏକଟି ନୀତି ଯା ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ବେଶ କରେକ ବଚର

সুন্দরবনের মানুষ, সংস্কৃতি এবং দেবতাদের কথা

বিশেষ প্রতিবিধি ।। সুন্দরবন, বাংলার মানুদের গর্ব করার মতো এক ঐতিহ্য। প্রকৃতি এমন একটি বনস্পর্শ আমাদের উপহার দিয়েছে যেটা নিয়ে সারা বিশ্বের কাছে গল্প করা যায়। বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশীদার এই সুন্দরবন। গঙ্গা এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰের মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীৰ সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন আমাদের এই সুন্দরবন। কী নেই এখানে? বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল এই বনভূমি। আরও আছে চিৰা হৱিঙ, কুমিৰ, বিষাণু সাপ, কচ্ছপ আৱৰণ কত কী! এছাড়া আছে সুন্দৱী, গুৱান, কেওড়া গাছের মাঝে বিচিৰে রকমের গাছ। এই ঐতিহ্যবাহী জঙ্গলে আছে পৰিৱার নিয়ে মানুষের বসবাস। তারা মধু সংগ্ৰহ কৰে, কঠ কেটে, মাছ ধৰে তাৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে চলে। এসব জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে থাকাৰ সময় এসব মানুদের কত যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তাৰ ইয়েতা নেই। মধু সংগ্ৰহৰা কঠ কেটে যাওয়াৰ সময় বাঘে নিয়ে যাওয়াৰ ভয়, সাপ কামড়ানোৰ ভয়, নদীতো মাছ ধৰতে যাওয়াৰ পৰ কুমিৰেৰ ভয় ইত্যাদি সৰ্বদা তাৰে চিন্তাৰ কাৰণ। ত্বুও মানুষ থাকে সেখানে। তাৰেকে থাকতে হয়। আৱ তাৰে সাথে থাকে তাৰে দেবতাৱসুন্দৰবনে মানুষেৰ আগমন বিষয়ে অনেক ধৰনেৰ তত্ত্ব আছে। অনেক পঞ্চিত মনে কৱেন যে অস্ট্ৰে থেকে দশম শতকেৰ মধ্যে সুন্দৰবনে মানুষ বসবাস শুৰু কৰে। মধ্যায়ুগেৰ দিকে বিভিন্ন কাৰণে সেখান থেকে মানুষেৰ বসবাস উঠে যায়। অনেকে মনে কৱেন, পুতুলীজ এবং আৱাকানদেৰ আক্ৰমণেৰ কাৰণে তাৰে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। আৱও বিভিন্ন ধৰনেৰ ঘণ্টা প্ৰাচলিত আছে। যেমন, দানাশ শতাব্দীৰ দিকে এক সুফি সাধক এখানে এসে বসবাস শুৰু কৱেন এবং এখানে কৃষি কাজেৰ সুচনা কৱেন। কোনো কোনো পঞ্চিত ধাৰণা কৱেন যে, সুন্দৰবনেৰ নদীগুলোতে জীৱিকাৰ কাজো কাটুৱে, জেলে এবং কৃষকদেৰ আনাগোনা ছিল। আৱাৰ লুটপাট কৰতেও সেই সতৈৰ এবং আঠোৱা শতকেৰ সময় এই অপ্রত্যন্ত ডাকাতদেৰ আনাগোনা ছিল। প্ৰথম

উপায়গুলোর মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক, আবার কিছু ব্যবহারিক, যেমন কুমিরদের নিয়ে এখানকার থ্রিমাসীরা আতঙ্কের মধ্যে থাকে। সেজন্য পরিবারের মেয়েরা কুমিরের পালন করে, যাতে করে তারা কুমির দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আবার মধু সংগ্রহের জন্য মৌলালুরা যখন বনের ভিতরে যায় তারা সাথে করে বাউলিদের নিয়ে যায়। বাউলিদের সম্পর্কে মনে করা হয় যে তারা বাধ সামলাতে ওস্তাদ বিভিন্ন মন্ত্রবলে তারা বাধকে কাছে আসতে দেয় না বা আসলেও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাউলি যারা হয় তাদের আবার বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেমন, শুক্রবার যেহেতু জুম্বাবার, তাই এই দিন তারা জঙ্গলে যেতে পারবে না, কাঁকড়া কিংবা শুকরের মাস্স খেতে পারবেনা, সুন্দের কাবাব করতে পারবে না ইত্যাদি। এগুলো মূলত মুসলমান যারা তাদের জন্য প্রযোজ্য। তবে এই অংশটে বাউলিদের জীবনই সবচেয়ে কঠিন এবং তাতিক্রিক ঝুঁকিপূর্ণ সুন্দরবনের মানুষদের আচার আচরণ, বৈত্তিনিকি জীবনযাত্রার ধরণ, তাঁদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি জানার একটি উপায়। হচ্ছে সশরীরের গিয়ে তাদের সাথে কথা বলা বা সাক্ষাত্কার নেয়া। আবার আরেকটি উপায় আছে। সেটা হচ্ছে তাদের পৃথু পত্তা। পৃথিবুন্নেতোভে মূলত সেই অংশগুলের দেব-দেবীর বর্ণনাই বেশী দেয়া আছে। মূলত হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধরের মানুষদের বসবাস এই সুন্দরবনে মুসলমানদের মধ্যে সেখানে আছে শেখ, সাহিয়দ, পাঠান ইত্যাদি। আপর এদিকে হিন্দুদের মধ্যে সেখানে দেখতে যায় নাপিত, কৈরূত, চঙ্গল, জালিয়া ধোবা, যোগী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষদের। এদের বেশীরভাগই হিন্দুদের শুন্দ গোত্রের। জীবিকারের জন্য তাদেরকে বনের উপর নিভৰ করতে হয় এবং প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ে করে বেঁচে থাকতে হয়। সেই জন্য তারা তাদের বিপদ ও সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দেবতাদের উপর নির্ভর

করে থাকে। দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে
বেশী আলোচিত দক্ষিণ রায় এবং
বনবিবি। বনবিবির উৎপত্তি নিয়ে খুব
সুন্দর একটি প্রভঙ্গমূলক লেখা পড়া
যাবে এখানে দক্ষিণ রায়কে মনে করা
হয় বাধের দেবতা হিসেবে।
সুন্দরবনের বসবাসরত মানুষ তার
পূজা করে থাকে। বিভিন্ন রকমের
কাল্পনিক ঘটনা আছে তাকে ঘিরে।
এই ঘটনাগুলো মানুষের মুখে মুখে
রচিত। দক্ষিণ রায়কে অনেকে শিরের
পুত্র বলে মনে করে থাকে। আবার
অনেকে মনে করে যে, গণেশ দেবতার
মাথা শরীর থেকে বিছিম করার পর
সেটা দক্ষিণ দিকে ছুটে গিয়ে পড়ে
যায় এবং সেখান থেকেই এই
দেবতার সৃষ্টি। মরহম মুসী
মোহাম্মদ খাতের এর রচিত
“বনবিবির জহুরনামা”-তে আছে
যে, দক্ষিণ রায়কে জঙ্গলের
অপদেবতা বা শয়তান বলেও
অনেকে
বিশ্বাস
করেন অপরদিকে বনবিবি হচ্ছে
জঙ্গলের আরেক দেবতা যে
সবাইকে বক্ষা করে থাকে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে,
বনবিবির উপস্থিতিকে হিন্দু এবং
মুসলমান উভয় ধর্মীয় মন্দিরাদের
লোকজনই বিশ্বাস করে এবং এর শক্তি
কে শ্রেষ্ঠরিক শক্তি হিসেবে
মনে করে থাকে। কিন্তু দুই ধর্মের
মানুষদের বনবিবির জন্য ধর্মীয়
আচারপূর্ণ অনুষ্ঠান ভিন্নভাবে হয়ে
থাকে।

মুসলিমরা এই দেবতাকে বনবিবি
বলে থাকে এবং হিন্দুরা তাকে
বনদেবী বলে। হিন্দুরা বনদেবীকে
মাতৃদেবতার কাতারে স্থান দিয়ে
থাকে। শরত মিত্রের লিখিত প্রবন্ধ
“On an accumulation
droll from eastern
Bengal and on a
muslimani legend
about the Sylvan
Saint Banabibi and Ti-
ger deity Dakshina
Roy” —তে উঠে এসেছে যে,
মুসলমানরা যেকোনো মুসলিম
পরিবারের কোনো মেয়েকে

তার কাছে লাল পতাকা দিয়ে
বাঁখে। এখানে একটি কথা
উল্লেখযোগ্য, হিন্দু এবং
মুসলমানদের এরকম বনবিবি-
নামক কাঞ্চনিক দেবতাদের
বিশ্বাস করা কিন্তু কোনো সোজা
ব্যাপার নয়। এর মধ্যে গভীর কিছু
চিত্তাধারা আছে। তাদের
নিজেদের স্থানেই দুই ধর্মের মানুষ
একই দেবতার উপর নির্ভর করে।
তাদের মতে, যেখানে বেঁচে
থাকাই এক ধরনের যুদ্ধের সমান
এবং যেখানে টিকে থাকাই মৃত্যু,
সেখানে এরকম একজন কাঞ্চনিক
চরিত্রের উপর নির্ভর করে
থাকতেই হয় এই বিশ্বাস নিয়ে যে,
এই দেবতাই তাদের যেকোনো
বিপদ থেকে রক্ষা করবেসুন্দরবন
সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য
জানলেও সেখানে বসবাসরত
মানুষ সম্পর্কে আমরা কতটুকু
জানি? সেখানকার মানুষের
চিত্তাচ্ছেনা ও বিশ্বাস
বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গা
থেকে ভিন্ন এবং আগ্রহীদীপক।

